ব্যবস্থার পাশাপাশি হ্বেবার আমলাতন্ত্র উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন, সংক্ষেপে সেগুলি হল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব (Growth of Democratic Institution), জটিল প্রশাসনিক সমস্যার উদ্ভব (Emergence of Complex Administrative Problem), আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উদ্ভব (Development of Modern Means of Communication), জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Growth of Population), যুক্তিবাদের উদ্ভব (Growth of Rationalism)।

হ্বেবার আমলাতন্ত্রের আলোচনা করেছেন কর্তৃত্বের বৈধকরণ এবং যৌক্তিকীকরণের (Rationalization) কথা বলতে গিয়ে। হ্বেবারের কর্তৃত্বের ধারণাটি জার্মান শব্দ হেরাসাফ্‌ট (Herrschaft) থেকে এসেছে ; যার মধ্যে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য সবই অন্তর্ভুক্ত (Morrison: 362)। হ্বেবারের মতে যুক্তিসিদ্ধকরণ হল আধুনিক সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে ও অপরের সঙ্গে যে সমস্ত আচরণ করে তা নির্দিষ্ট ধারায় ঘটে থাকে ; কারণ তার পেছনে থাকে যুক্তিযুক্ততা। এই যুক্তিসিদ্ধতার পথেই আধুনিককালে ব্যক্তিবর্গ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তৎপর হয়। এজন্য হ্বেবারের কাছে যৌক্তিকতা উদ্দেশ্য অভিমুখী ক্রিয়া। হ্বেবার চারধরনের যৌক্তিকীকরণ ক্রিয়ার কথা বলেছেন (ক) বাস্তব (Practical), (খ) তাত্ত্বিক (Theoretical), (গ) আনুষ্ঠানিক (Formal), (ঘ) বস্তুগত (Substantive)। বিশিষ্ট হ্বেবার বিশেষজ্ঞ জুলিয়ান ফ্রয়েড (Julien Freud) তাঁর *The Sociology of Max Weber* (1968) গ্রন্থে বলেছেন হ্বেবার মূলত বদলিয়ার (Baudelaire), নিৎসে (Nietzsche), ডস্তয়েভস্কি (Dostoievsky), বুর্খার্ট (Burckhardt)-এর ধারণাগুলিকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে যৌক্তিকীকরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা গড়ে তোলেন। যদিও যৌক্তিকীকরণ ধারণার ব্যাখ্যায় তিনি ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়া, ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা, প্রগতির পথে মানবিক বিবর্তন, সত্যিকারের ন্যায়নীতি, সঠিক গুণাবলি, সাম্য, শান্তি, বৈজ্ঞানিক বিশেষীকরণ প্রভৃতি দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন (Freud : 18)।

হ্বেবার ক্ষমতা (Power) ও আধিপত্যের (Domination) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি ক্ষমতা বলতে কারুর নিজের ইচ্ছাকে অন্য কারুর প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইচ্ছার বশবর্তী করার সামর্থ্যকে বুঝিয়েছেন। যা হ্বেবারের ভাষা (...is the ability of an individual to carry out their will in a given situation, despite resistance'। অন্যদিকে আধিপত্য হল হ্বেবারের কাছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ভেতর থেকে শাসক যখন অন্যদের আদেশ দেয় এবং তাদের কাছে বশ্যতার অধিকার দাবি করে। হ্বেবারের ভাষায় '...right of a ruler within an 'established order' to

issue commands to others and the expectation that they will be obeyed'।

ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়, বরং বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে হ্বেবার আধিপত্যের বিষয়টিকে ঐতিহাসিকভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। প্রত্যেক ব্যবস্থার আধিপত্যের রূপটি কার্যত কর্তৃত্বের সমগ্র দিকটিকে তুলে ধরেছে, যার স্বরূপ লক্ষ করা গেছে শাসক তথা অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক এবং প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলিত সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিদের উপর। হ্বেবার আধিপত্যের ব্যাখ্যায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়ে দুটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল (ক) শাসকের শাসন করার বৈধতা (Legitimacy), (খ) প্রশাসনতন্ত্র বা হাতিয়ার (Administrative apparatus)। প্রশাসনিক আধিকারিকরাই আধিপত্যকে বলবৎ করে প্রশাসনের বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে; কিন্তু তাতে যদি জনসমর্থন না থাকে তা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না; কার্যত জনসম্মতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আধিপত্যের মূল ধারণা (Bendix : 292-95)।

হ্বেবার আধিপত্যের ভিত্তিতে তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন। হ্বেবারের মতে কর্তৃত্ব আইনসংগত ক্ষমতা (Legitimate power) ; যা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও উপভোগ করে। হ্বেবারের তিন ধরনের কর্তৃত্বের শ্রেণি বিভাজন হল—

(ক) জনমোহিনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority)

(খ) ঐতিহ্যবাদী কর্তৃত্ব (Traditional Authority)

(গ) যুক্তিসিদ্ধ-আইনি কর্তৃত্ব (Rational-legal Authority)

হ্বেবারের পদ ও কর্তৃত্বের ধারণাটি সামাজিক ক্রিয়ার (Social Action) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নে এগুলির ব্যাখ্যা করা হল—-

জনমোহিনী (Charismatic) ধারণাটি হ্বেবার রুডল্‌ফ সোহ্‌মের (Rudlf Sohm) কাছ থেকে নেন (Freud : 232)। জনমোহিনী শব্দটি সম্বন্ধে হ্বেবার বলেছেন একজন ব্যক্তি মানুষের অতি প্রাকৃতিক (Supernatural), অতিমানবিক (Superhuman) অথবা অন্তত নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষমতা বা গুণাবলি। এই প্রকার কর্তৃত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হতে পারে। তাই জনমোহিনী শক্তিসম্পন্ন কর্তৃত্ব তাদের অনন্য সাধারণ ক্ষমতা দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ গান্ধি ও লেনিনের নেতৃত্বের কথা বলা যেতে পারে। যদিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্তৃত্ব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, যেমন—দেশের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ; বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়। তবে এই ধরনের কর্তৃত্বের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল ; কেননা

জনগণ আশু সমস্যা সমাধানে আবেগ তাড়িত হয়ে এই ধরনের কর্তৃত্বকে অনুসরণ করে। এই কর্তৃত্বের আইনগত ও সনাতন (Legal and Traditional) উভয় প্রকার কর্তৃত্বের ধারণাকে অস্বীকার করে ; কারণ উভয়ই আইন ও প্রথাকে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়।

ঐতিহ্যবাদী কর্তৃত্বের মূল ভিত্তি হল সুপ্রাচীন নিয়মাবলি, প্রথা ও ক্ষমতাগুলির পবিত্রতার প্রতি বিশ্বাস। যে সমস্ত আদেশ বা নির্দেশ দীর্ঘদিন ধরে সমাজের সদস্যরা মান্য করে চলে এবং প্রথাগত বাধ্যবাধকতা এই প্রকার কর্তৃত্ব মান্যতার পেছনে কাজ করে। মধ্যযুগের ইতিহাসের সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের কর্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সাবেকি কর্তৃত্বের সম্পর্কে হ্বেবার দুই ধরনের কথা বলেছেন তা হল উত্তরাধিকার (Patrimonial) ও পিতৃতান্ত্রিকতা (Patriarchal)।

যুক্তিসিদ্ধ-আইনি কর্তৃত্বে হ্বেবার শাসক-শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইনসম্মত দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শাসিতেরা আইন মানে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, সঠিক ও বাস্তব পদ্ধতিতে আইন প্রণীত হয়েছে। এজন্য এটি সাবেকি কর্তৃত্ব থেকে আলাদা। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ-আইনি কর্তৃত্ব একই সাথে নৈর্ব্যক্তিকও বটে, কারণ আনুগত্যটা নিয়মকানুন ও লিখিত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হ্বেবার তাঁর আলোচনায় আমলাতন্ত্রকে আদর্শ নমুনা (Ideal Type) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তিনি কখনোই বলেননি যে, পৃথিবীর সমস্ত আমলাতন্ত্রের মধ্যেই তাঁর বর্ণিত আমলাতন্ত্রের সব কটি বৈশিষ্ট্যই ক্রিয়াশীল থাকবে। হ্বেবার 'Ideal Type' ধারণা প্রথম ব্যাখ্যা করেন ১৯০৫ সালে objectivity in the social sciences and social policy রচনায়, সাধারণভাবে 'Ideal Type' হল উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সম্ভাবনাময় ক্রিয়া ; যা গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এটি এমনই এক বিশ্লেষণী ছক যার সাথে বিশ্লেষণকারী তার অনুসন্ধানের বিষয়টিকে তুলনা করে মিল বা অমিল বের করতে পারে। হ্বেবারের মতে এই ধারণা সিদ্ধান্ত কিংবা তত্ত্ব নয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিংবা তত্ত্ব গঠনে সাহায্য করে। আদর্শ নমুনা নৈতিক অর্থে আদর্শ নয়, বরং যৌক্তিক অর্থে আদর্শ। জুলিয়ান ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে আদর্শ নমুনা সম্পর্কে হ্বেবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিলস ও ফিন্স (E. A. Shils and A. Finch)-এর *Max Weber The Methodology of Social Sciences* (1949) গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে আদর্শ নমুনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তা হল 'An Ideal type is formed by the one-sided accentuation of one or more points of view and by the synthesis a great many diffuse, discrete, more or less present and occasionally absent concrete individual phenomena, which are arranged according those one sidely

emphasized viewpoints into a unified analytical construct' (Shils and Finch : 90)।

হ্বেবার 'Ideal Type' হিসাবে আমলাতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

প্রথমত, প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ দপ্তরের নৈর্ব্যক্তিক কর্তব্য সম্পাদন করে, ব্যক্তিগতভাবে অফিসারেরা মুক্ত।

দ্বিতীয়ত, দপ্তরের সুস্পষ্ট স্তরবিন্যাস (hierarchy) দেখা যায় ; যেখানে প্রতিটি স্তর ঠিক তার উপরের স্তরের প্রত্যক্ষ নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক দপ্তরের অধিক্ষেত্র সুস্পষ্ট ও আইনানুগভাবে নির্ধারিত।

চতুর্থত, পদগুলি নিয়োগযুক্ত ও চুক্তিভিত্তিক।

পঞ্চমত, প্রযুক্তিগত যোগ্যতার নিরিখে ও পরীক্ষার মাধ্যমে আধিকারিক নিয়োগ হয়, তারা নির্বাচিত হয় না।

ষষ্ঠত, নির্দিষ্ট বেতনের ভিত্তিতে তারা কাজ করে ; তবে এই বেতন তার পদ বা স্তরবিন্যস্ত কাঠামোর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অফিসাররা পদত্যাগ করতে পারে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের পদচ্যুত করা হয়।

সপ্তমত, দপ্তর পরিচালনাই হল পদাধিকারীর মুখ্য কাজ।

অষ্টমত, আভিজাত্য ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হয়।

নবমত, অফিসের পদটি তার সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ; ব্যক্তি স্বার্থে পদের অপব্যবহার না করা।

দশমত, দপ্তর পরিচালিত হয় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

বিশিষ্ট হ্বেবার বিশেষজ্ঞ রাইনহার্ড বেনডিক্স (Reinhard Bendix) তাঁর *Max Weber : An Intellectual Portrait* (1959) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—**প্রথমত,** ধারাবাহিক ভিত্তিতে অফিসের কাজ সম্পাদিত হয়। **দ্বিতীয়ত,** এই কাজ পরিচালিত ও সম্পাদিত হয় পূর্ব নির্ধারিত নিয়মকানুন অনুযায়ী। **তৃতীয়ত,** প্রত্যেক আধিকারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কার্যত উর্ধ্বতন কর্তৃত্বের অধীন। **চতুর্থত,** আধিকারিকরা বা অন্যান্য কর্মীগণ সংগঠনের সম্পদের মালিক নয়। সংগঠনের সম্পর্ক কীভাবে ব্যবহৃত হবে তার জন্য জবাবদিহি করতে হয়। দপ্তরের কার্যাবলি ও ব্যক্তিগত কার্যাবলির মধ্যে বিভাজন করা হয়েছে। **পঞ্চমত,** দপ্তরগুলিকে তাদের পদাধিকারীরা বিক্রয়যোগ্য অথবা উত্তরাধিকারের সূত্রে প্রশাসনীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে আত্মসাৎ করতে পারে না (Office cannot be appropriated by their incumbents in the sense of

private property that can be sold and inherited)। ষষ্ঠত, অফিসের কার্যক্রম চালানো হয় লিখিত দলিল পত্রের ভিত্তিতে (Bendix : 424)।

আরেক আমলাতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ডেভিড বিথাম (David Beetham) তাঁর *Bureaucracy* (1887) গ্রন্থে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা হল (ক) স্তরবিন্যাস (Hierarchy)—যেখানে শ্রম বিভাজন ও উপরের স্তরের প্রত্যক্ষ নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ থাকে। (খ) ধারাবাহিকতা (Continuity)—পূর্ণ সময়ের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে দপ্তর পরিচালিত হয়। (গ) নৈর্ব্যক্তিকতা (Impersonality)—যেখানে আমলার কর্তৃত্বের ভিত্তি নিহিত থাকে পদের মধ্যে, ব্যক্তির মধ্যে নয়। নির্দিষ্ট আইনকানুনের ভিত্তিতে দপ্তর পরিচালিত হয়। (ঘ) দক্ষ (Expertise) আধিকারিকরা মূলত—পরীক্ষা এবং তাদের কার্যাবলির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা নিযুক্ত হন (Beetham : 11-12)।

হ্বেবার আমলাতন্ত্রকে সবথেকে দক্ষ যৌক্তিক ও সর্বোত্তম সংগঠন হিসাবে অভিহিত করলেও, আমলাতন্ত্রের অত্যধিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা প্রতিরোধ বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। হ্বেবার নিজেই *Parliament and Government in the Newly Organised Germany* (1918) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমলাতন্ত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মার্টিন অ্যালব্রো (Martin Albrow) তাঁর *Bureaucracy* (1970) গ্রন্থে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের পাঁচটি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। সংক্ষেপে সেগুলি হল—

(ক) বহুতান্ত্রিকতা (Collegiality)—সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একজনের পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণ।

(খ) ক্ষমতা বিভাজন (Seperation of Power)—দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে একই কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া।

(গ) অ-পেশাগত প্রশাসন (Amateur Administration)—প্রশাসকদের কোনো বেতন দেওয়া হয় না; এক্ষেত্রে সরকার সেই সব ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে যাদের বিনা বেতনে কাজ করার মতো সময় ও ইচ্ছা দুইই আছে।

(ঘ) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)—জনগণের কাছে আমলাদের দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করার জন্য স্বল্প সময়ের জন্য নিয়োগ, পদচ্যুতির ব্যবস্থাও থাকবে।

(ঙ) প্রতিনিধিত্ব (Representation)—নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ (Albrow : 47-48)।

উপরোক্ত পাঁচটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে হ্বেবার সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বকে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের সমালোচনা

হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণাটি নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে; মূলত চারটি দিক থেকে এই সমালোচনা লক্ষ করা যায় তা হল—(ক) আমলাতন্ত্র কার্যত একটি যান্ত্রিক তত্ত্ব; মানবিক প্রেষণাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। (খ) আমলাতন্ত্র কার্যত একটি বদ্ধ ব্যবস্থা (Close system Model) যেখানে সংগঠন ও পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে উপেক্ষা করা হয়েছে। (গ) হ্বেবারের আমলাতন্ত্র অস্থির পরিবেশে কাজ করতে পারে না। (ঘ) আমলাতন্ত্র সৃষ্টিশীল ও নতুন চিন্তা অপেক্ষা রুটিন মাফিক কাজে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ; যা কখনোই কাম্য নয়।

সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টন (Robert K. Merton) ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে *Social Theory and Social Structure* (1949) গ্রন্থে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণাকে সমালোচনা করেছেন। মার্টন বলেছেন যে, হ্বেবারের আমলাতান্ত্রিকতার ধারণায় বিধিবদ্ধ আচরণের সাথে প্রত্যেককে এমনভাবে অভ্যস্ত করে তুলতে চায়, যার ফলে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো লক্ষ্যের চেয়ে বিধিবদ্ধতার দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে, নিয়মতান্ত্রিকতা ও বিধিবদ্ধ আচরণ যা মূলত লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাব নির্ধারিত তা শেষ পর্যন্ত নিজেই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। মার্টন আমলাতন্ত্রের বহুবিধ নেতিবাচক দিকগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে ভেবলেনের 'Trained Incapacity', 'Occupational Psychosis' এবং ওয়ারন্‌টের 'Professional Deformation' প্রত্যয় সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক রেমঁ অ্যারোঁ (Raymond Aron) হ্বেবারের কর্তৃত্ব ও বৈধতার ধারণাকে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, হ্বেবার চার ধরনের যৌক্তিকতার (Rationalization) কথা বললেও তিন ধরনের আধিপত্যের কথা বলেছেন। যা অ্যারোঁর মতে আচরণের শ্রেণি বিভাজন ও আধিপত্যের শ্রেণি বিভাজনের মধ্যে মিলের অভাব। এজন্য অ্যারোঁ তাঁর *Main Currents in Sociological Thought* (1967) দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন যে, হ্বেবার আধিপত্যের যতরকম কেন্দ্রীয় বিভাজন হতে পারে সে সম্পর্কে দ্বিধায় ভুগেছেন। এ বিষয়ে অ্যারোঁর মন্তব্য হল 'Weber distinguished four types of action and three types of domination. Why the lack of conformity between the typology of behaviour and the typology of domination?' (Aron : 241 to 242)

যোসেফ লা পালমবারা (Joseph La Palombara) তাঁর সম্পাদিত *Bureaucracy and Political Development* (1963) গ্রন্থে (An overview

of Bureaucracy and Political Development) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের মডেল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে (...less efficacious instrument of economic change) [Palombara : 12]। ফ্রেড রিগ্‌স (Fred Riggs) ও রবার্ট প্রেসথাস (Robert Presthus) ও তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের মডেল উন্নয়নশীল সমাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয় ; এই মডেল অতি মাত্রায় পশ্চিমি সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন।

হ্বেবারের 'Ideal type' ধারণারও সমালোচনা হয়েছে। সমালোচকদের মতে হ্বেবার আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যায় যেভাবে 'Ideal Type'-কে ব্যাখ্যা করেছেন সেটি কার্যত একে অপরকে খারিজ করে দিয়েছে। এ বিষয়ে কার্ল ফ্রেডারিক (Carl Friedrich) বলেছেন 'Weber ideal type of bureaucracy cancels each other'। ডেভিড বিথামও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, আমলাতন্ত্রকে হ্বেবার আদর্শ হিসাবে (Ideal type) দেখলেও বাস্তবে আমলার শ্রেণিচরিত্র সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে পারে না।

ফরাসি সংগঠনবাদী মাইকেল ক্রোজিয়ের (Michael Crozier) তাঁর *The Bureaucratic Phenomenon* (1964) গ্রন্থে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রকে সমালোচনা করে বলেছেন যে, আনুষ্ঠানিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার ভিত্তিতে যেভাবে হ্বেবার আমলাতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন, তার ফলে আমলারা আত্মসংশোধনে অক্ষম হয়ে উঠতে পারেন।

হ্বেবারোত্তর আমলাতন্ত্রের ব্যাখ্যা

হ্বেবারোত্তর আমলাতন্ত্রের ধারণাকে তিনটি প্রধান ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে—উন্নয়নশীল দেশগুলিতে হ্বেবারের আমলাতান্ত্রিক মডেল প্রয়োগের সমস্যা এবং এই মডেল কি আদৌ কোনো উন্নয়নমূলক ভূমিকা নিতে পারে তার আলোচনা। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে—জনপছন্দের (Public Choice Theory) তাত্ত্বিকদের দ্বারা অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকতার সমালোচনা এবং সবশেষে অর্থাৎ তৃতীয় পর্বে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সমালোচনামূলক তত্ত্ব (Critical Theory) ও উত্তর আধুনিক জনপ্রশাসন তত্ত্বের (Post-Modern Public Administration) আমলাতান্ত্রিকতার সমালোচনা।

হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণা প্রয়োগের ব্যর্থতা থেকেই হ্বেবারোত্তর আমলাতন্ত্রের ধারণা গড়ে ওঠে। মূলত উন্নয়ন প্রশাসনে (Development Administration) হ্বেবারের আমলাতন্ত্র মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তবে তা পুরোপুরি

হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের অনুকরণ ছিল এমন নয় ; উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্রের বিন্যাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ফ্রেড রিগ্‌সের সালা (Sala) মডেলটি এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সনাতনী হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের কিছু গঠনগত বৈশিষ্ট্য, কর্মপদ্ধতি এবং আচরণগত তাৎপর্য উন্নয়নের কাজে অনুপযোগী, তা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উন্নয়ন প্রশাসনিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে (ভট্টাচার্য ও চক্রবর্তী ঃ ৩০)।

আমলাতন্ত্র কীভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, সে বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হল যোসেফ লা পালমবারা (Joseph La Palombara) সম্পাদিত *Bureaucracy and Political Development* (1963) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে ইউরোপসহ, রাশিয়া, নাইজেরিয়া, পূর্ব ইউরোপ, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকার এক বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। আইসেনস্টাড্ (S.N. Eisenstadt) উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির আমলাতন্ত্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর 'Bureaucracy and Political Development' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ দেশগুলিতে আমলাতন্ত্রের দুটি বা তিনটি স্তর (layers) লক্ষ করা যায়, এমনকি উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির আমলাতন্ত্র সাবেকি আমলাতন্ত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এই প্রবণতা উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে আমলাতন্ত্রকে অনেকটাই রাজনৈতিক নিরপেক্ষ চরিত্র দান করেছিল। উপনিবেশোত্তর দেশগুলিতে নতুন ধরনের সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে নতুন নতুন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও নানাধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও উন্নয়নমূলক কাজগুলি প্রাধান্য পেতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বাতাবরণ কার্যত রাষ্ট্রকৃত্যকদের দায়বদ্ধতাকে আরো সক্রিয় করে তোলে, যা ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে ছিল না। এইভাবে উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রগুলিতে আমলাতন্ত্র কার্যত বিভিন্ন দল, গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার মধ্য দিয়ে একটি প্রধান স্বার্থগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠতে চায় (Palombara : 106-107)।

ফ্রেড রিগ্‌স (Fred Riggs) তাঁর 'Bureaucrats and Political Development : A Paradoxical View' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ কীভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে (Ideal with the way in which bureaucratic interests affect political development) (Palombara : 120), তিনি এও বলেন যে, আমলাতন্ত্র বিভিন্নভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে ; উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই প্রবণতা বেশি করে দেখা যায়, রিগ্‌স বিস্তারিতভাবে তাঁর প্রবন্ধে দেখান যে, আমলাতন্ত্র কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের

দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে (Palombara : 120-167)। মার্লি ফেনসুড (Merle Fainsod) 'Bureaucracy and Modernization : The Russian and Soviet Case' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ ও গণতন্ত্র কখনোই এই দেশে (রাশিয়া) পাশাপাশি চলতে পারেনি, লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকার এক বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে এই প্রবন্ধে (Palombara : 233-67)। র‍্যাল্‌ফ বারিবান্তি (Ralph Baribanti) ও তাঁর 'Public Bureaucracy and Judiciary in Pakistan' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ভারত থেকে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও, পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র পশ্চিমি হ্বেবারের মডেল নয়, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মূল ধারাকেই অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল (Palombara : 360-440)।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী হামজা আলাভি (1921-2003) তাঁর বিখ্যাত 'The State in Post Colonial Societies : Pakistan and Bangladesh' প্রবন্ধে বলেছেন যে, উপনিবেশোত্তর সমাজে রাষ্ট্র কোনো একক শ্রেণির ক্রীড়নক নয়। রাষ্ট্র আপেক্ষিকভাবে স্বশাসিত থাকায় মেট্রোপলিটন বুর্জোয়া, দেশজ বুর্জোয়া আর ভূমিজ বিত্তবান শ্রেণি এই তিন শ্রেণির প্রতিযোগী স্বার্থের মধ্যস্থতা করে, তিনি আরো বলেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বেষ্টিত থাকে এক শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্র এবং সরকারি মেকানিজমের দ্বারা ; যা তাকে রুটিন-মাফিক কাজের মাধ্যমে দেশীয় সামাজিক শ্রেণিসমূহকে অবদমিত করে রাখতে শক্তিশালী করে তোলে।

যদিও আলাভির বক্তব্যকে সমালোচনা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনুপম সেন তাঁর *The State, Industrialisation and Class Formation in India* (1982) গ্রন্থে এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিষয়টির আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

গণপছন্দের তত্ত্বে (Public Choice Theory) আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা লক্ষ করা যায়। এই তত্ত্বের প্রবক্তরা হলেন ভিনসেন্ট অস্ট্রোম (Vincent Ostrom), টুলক (Tullock), নিসকানেন (Niskanen), ব্রেটন (Breton) প্রমুখরা। অস্ট্রোম তাঁর বিখ্যাত *The Intellectual Crisis in American Public Administration* (1974) গ্রন্থে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের বিকল্প ধারণা হিসাবে গণতান্ত্রিক প্রশাসনের ধারণা গড়ে তোলেন। ডাউনস (Anthony Downs) ও ওস্ট্রম উভয়ই বৃহত্তর আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন আমলারা যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, ফলে সরকারি কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অদক্ষতা প্রকট হয়ে পড়ে। আমলারা সরকারি কাজকর্মের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করার

ফলে সরবরাহ ও দাবির মধ্যে ভারসাম্য থাকে না। ফলে সমাজে অসাম্য, দারিদ্র্য বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। নিসকানেনও বলেছেন যে আমলারা ব্যয় বাড়ানোর জন্য দায়ী, কারণ আমলারা নিজেদের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষাতে নিজেদের দপ্তরের বাজেট বাড়ানোর সর্বদাই চেষ্টা করে। আমলাদের এই প্রবণতা রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কারণ তাদের জ্ঞান আমলাদের থেকে অনেক কম। ব্রেটন আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমলাতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন আমলারা কিছু-কিছু পরিষেবা অতিমাত্রায় এবং কিছু-কিছু পরিষেবা কম পরিমাণে সরবরাহ করে। যে সকল দ্রব্য বা পরিষেবার মাধ্যমে আমলাদের বেশি লাভ হয়, সেগুলি তারা বেশি পরিমাণে সরবরাহ করে। আর যেগুলি সাধারণ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত সেগুলি তারা (আমলারা) সরবরাহ করে না।

জনপছন্দ তত্ত্ব ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর সমালোচনামূলক তত্ত্বে (Critical Theory) হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা লক্ষ করা যায়। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা যুর্গেন হ্যাবারমাস (Habermass)। জনজীবনে আমলাতন্ত্রের গুরুত্বকে যে স্বীকার করে নিলেও অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকতাকে (Over-Bureaucratization) সমালোচনা করেছেন। উত্তর-আধুনিক জনপ্রশাসনে (Post-Modern Public Administration)ও হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের সমালোচনা লক্ষ করা যায়। স্কট (Scott), র‍্যালিস (Ralix), প্রমুখ উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিকরা 'Loop System' (আমলাদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা)-এর বিরোধিতা করেছেন। উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিকরা দাবি করেছেন হ্বেবারোত্তর ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস (Hierarchy) ও গোপনীয়তা এই দুটি আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে নাগরিকদের প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

মার্কসের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যে (১৮১৮-১৮৮৩)

সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে কার্ল হাইনরিখ মার্কস (Karl Heinrich Marx) এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সব থেকে বেশি পূজিত এবং একই সঙ্গে সমালোচিতও বটে। যতদিন সমাজে শোষণ, অসাম্য, নিপীড়ন থাকবে ততদিন মার্কস ও তাঁর মতবাদ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের (পূর্বসূরিদের থেকে পৃথক) ভিত্তিতে শোষণমুক্ত বিকল্প পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ১৮১৮ সালে ৫ মে জার্মানির ত্রিয়ার শহরে ইহুদি পরিবারে মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হাইনরিখ মার্কস এবং মা ছিলেন হেনরিয়েটা এবং স্ত্রী হলেন জেনি (Jenny Von Westphalen) এবং অভিন্ন হৃদয় বন্ধু এঙ্গেলস। ছোটোবেলা থেকেই

সমালোচনা করতে থাকে। এরই
বিভিন্ন ভাবে সমালোচনা করতে থাকে। অর্থনীতি, ইতিহাস, সামাজিক বিন্যাস
প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মার্কসের র‍্যাডিক্যাল সমালোচক হিসাবে হ্বেবার নিজেকে
তুলে ধরেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী জুড়ে হ্বেবারের দাপট এবং তাঁর বক্তব্যের
উদারনৈতিকতা ও রক্ষণশীলতার কারণে তাকে বুর্জোয়া মার্কস বলে অনেকে অভিহিত
করেছেন।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে হ্বেবারের ধারণা

হ্বেবার আমলাতন্ত্র সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেছিলেন ১৯০৮ সালে *Economic and Antiquity* লেখায় (Morrison:374) যদিও তিনি পরবর্তী *Economy and Society* (1922) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখান যে, কীভাবে আমলাতন্ত্র আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আমলাতন্ত্রের আলোচনায় হ্বেবার *Economy and Society* গ্রন্থে এক বিরাট অংশ জুড়ে আধিপত্যের (Domination) বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে প্রাচীন বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার এক ঐতিহাসিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। প্রাচীন মিশর, রোম, ক্যাথলিক চার্চের গির্জা নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন, এশিয়ার সমাজব্যবস্থার প্রশাসন এবং মধ্য ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির এক বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখান যে, এই সমাজগুলিতে উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী থাকলেও কার্যত পূর্ববর্তী আমলাতান্ত্রিক (Pre-Bureaucratic) সংগঠন। হ্বেবারের মতে তা এই ধরনের আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কার্যত শিল্প সমাজের পথে নিজেকে সীমিত (Restricted) রেখেছিল। এ বিষয়ে হ্বেবার তাঁর গ্রন্থে মিশরের উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, জলজ সম্পদের জন্য বিশাল কর্মীগোষ্ঠী এবং পেশাদার হিসাব-নিরীক্ষক ও সহকারী কর্মীবৃন্দ থাকলেও মিশরকে কখনোই আমলাতান্ত্রিক ভাবে সুসংগঠিত সমাজ বলা যায় না। ঠিক একইভাবে তিনি ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থাতে বৃহৎ কর্মী গোষ্ঠী ও সহকারীদের ও যথার্থ আমলাতান্ত্রিক সংগঠন বলে অভিহিত করেননি। বরং হ্বেবার একে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের প্রাথমিক বিষয় বা নীতিসমূহ বলেছেন মাত্র, যা ছিল তাঁর মতে উত্তরাধিকার (Patrimonial) প্রশাসন যেটি যে কোনো প্রশাসনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

Economy and Society গ্রন্থে বলেন উন্নত মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা (Creation of Money Economy) গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। উন্নত অর্থ ব্যবস্থা আমলাতন্ত্র উদ্ভবের প্রথম শর্ত। আধুনিক উন্নত পুঁজিবাদী উৎপাদন